সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো



গত চার দশক ধরে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বহু বিপ্লব ঘটিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কখনো বিষয়ে, কখনো প্রকরণে। এবার তিনি হাত বাড়িয়েছেন ছড়ার রাজ্যে। এবং, প্রথম আবির্ভাবেই এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটালেন। 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো' বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংযোজন হয়ে থাকবে। থাকবে, কেননা, ছড়ার রাজ্যে নতুন এক ভূখণ্ড যুক্ত করলেন তিনি। প্রাচীন প্রবাদের মতো অমোঘ ও স্মরণীয়, সংহত ও মিলদার, টাটকা ও সাম্প্রতিক এই-সব ছড়া একবার পড়লেই বুকে গেঁথে যায়। গঠনে দারুণ মজা করেছেন তিনি। দৈনন্দিন জীবন থেকে সমধর্মী কিছু শব্দ বেছে নিয়েছেন, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন জুতসই একেকটি পংক্তি। যেমন, 'চা কফি কোকো/এই বাস রোখো', 'ক্ষীর রাবড়ি পায়েস/খাটুনির পর আয়েশ', 'কেষ্টনগর, মেদ্নিপুর/ওই দোকানটা রং-রিপুর', 'সিঁড়ি রেলিং আলসে/দাদুর চোখে চালশে', 'আমড়া তেঁতুল জলপাই/গরম দুধে বল পাই।'—এমন অজস্র অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত ছড়ায় ঠাসা এই বই।

....

৬·০০

....

মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো

মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো



সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৮০ তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৮৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ পূর্ণেন্দু পত্রী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৬·০০



১

চা কফি কোকো।
এই বাস, রোখো॥

ঘোল শরবত লেবুপানি।
দাদু এলেন কাটিয়ে ছানি॥

সোডা লেমোনেড অরেঞ্জস্কোয়াশ।
খুকুকে অয়েলক্লথে শোয়াস॥

সিরাপ লাস্যি কুল্‌ফি।
রাগলে স্যার টানেন জুল্‌ফি॥

কাঠিবরফ আইসক্রিম।
তোমার জন্যে ঘোড়ার ডিম॥

২

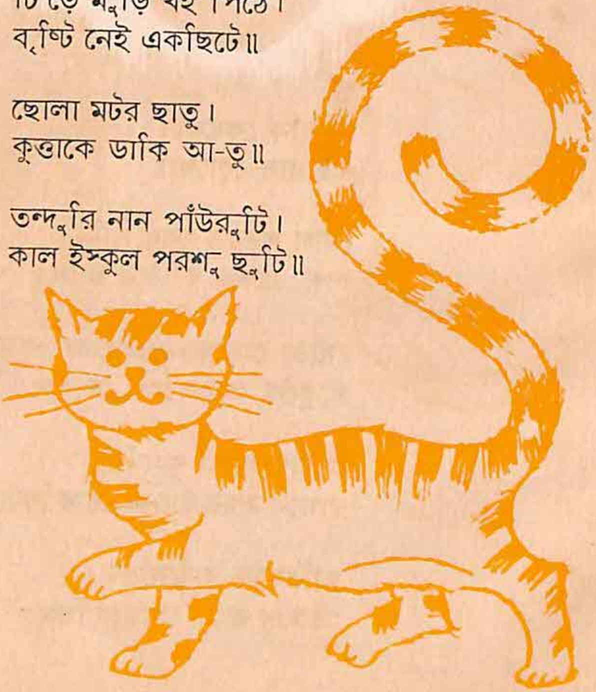
ধান গম মকাই।
রেস্টুরেণ্টে চ' খাই॥

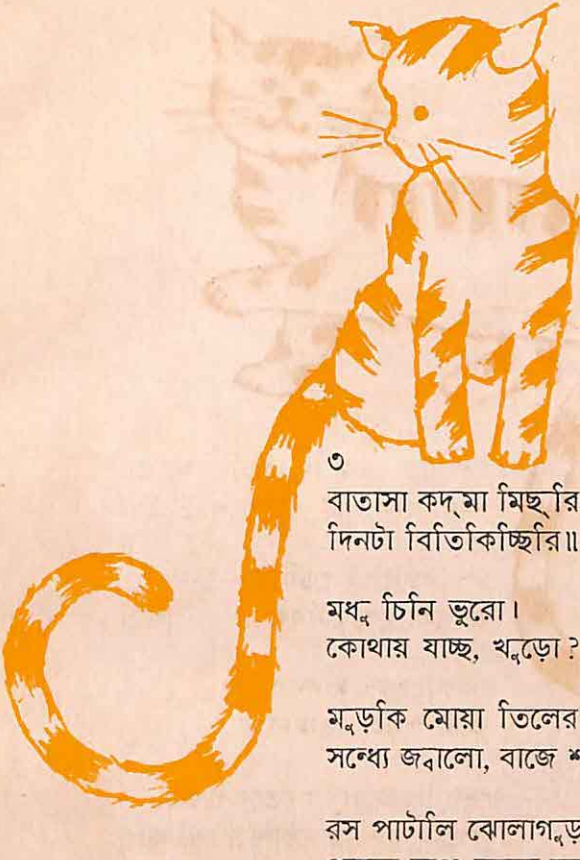
যব জওয়ার ট্যাপিওকা।
পাকা তেঁতুল তুই খাবি, খোকা?

চিঁড়ে মুড়ি খই পিঠে।
বৃষ্টি নেই একছিটে॥

ছোলা মটর ছাতু।
কুত্তাকে ডাকি আ-তু॥

তন্দুরি নান পাঁউরুটি।
কাল ইস্কুল পরশু ছুটি॥





৩

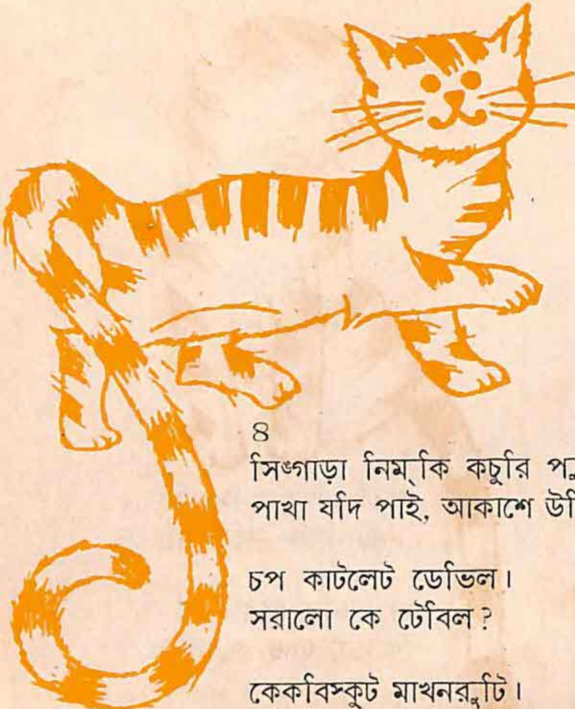
বাতাসা কদ্মা মিছ্রি।
দিনটা বিতিকিচ্ছিরি॥

মধু চিনি ভুরো।
কোথায় যাচ্ছ, খুড়ো?

মুড়কি মোয়া তিলের চাক।
সন্ধ্যে জ্বালো, বাজে শাঁখ॥

রস পাটালি ঝোলাগুড়।
পায়ের ছাপ, কোন্ জন্তুর?

নাড়ু খাজা মোরব্বা।
গলায় তস্বি, পরনে জোব্বা॥



৪

সিঙ্গাড়া নিমকি কচুরি পুরি।
পাখা যদি পাই, আকাশে উড়ি॥

চপ কাটলেট ডেভিল।
সরালো কে টেবিল?

কেকবিস্কুট মাখনরুটি।
কাটা পড়ল তোমার ঘুঁটি॥

বেগুনি ফুলুরি তেলেভাজা।
পিচের রাস্তায় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ॥

জিলিপি সিমুই হালুয়া।
কাঠির আগায় আছেন দাঁড়িয়ে কাকতাড়ুয়া॥

৫

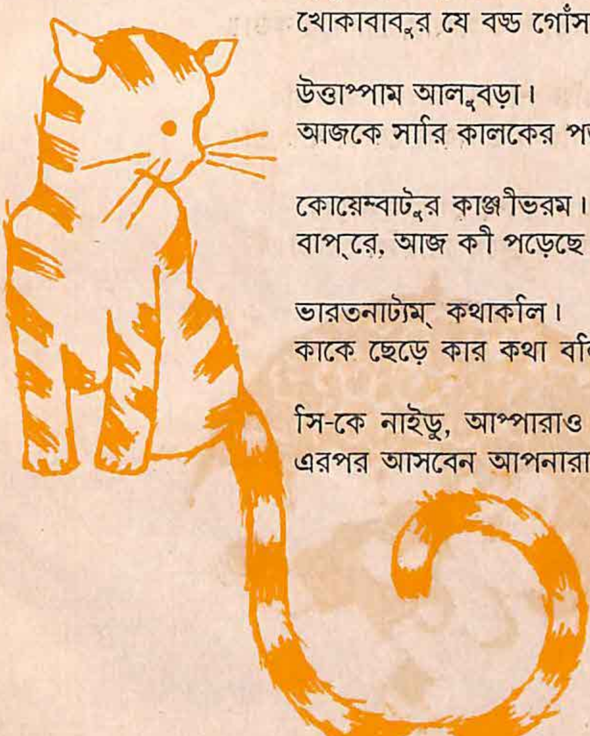
ইড্‌লি সম্বড় মশলাদোসা।
খোকাবাবুর যে বড্ড গোঁসা॥

উত্তাপ্পাম আলুবড়া।
আজকে সারি কালকের পড়া॥

কোয়েম্বাটুর কাঞ্জীভরম।
বাপ্‌রে, আজ কী পড়েছে গরম॥

ভারতনাট্যম্‌ কথাকলি।
কাকে ছেড়ে কার কথা বলি॥

সি-কে নাইডু, আপ্পারাও।
এরপর আসবেন আপনারাও॥



৬

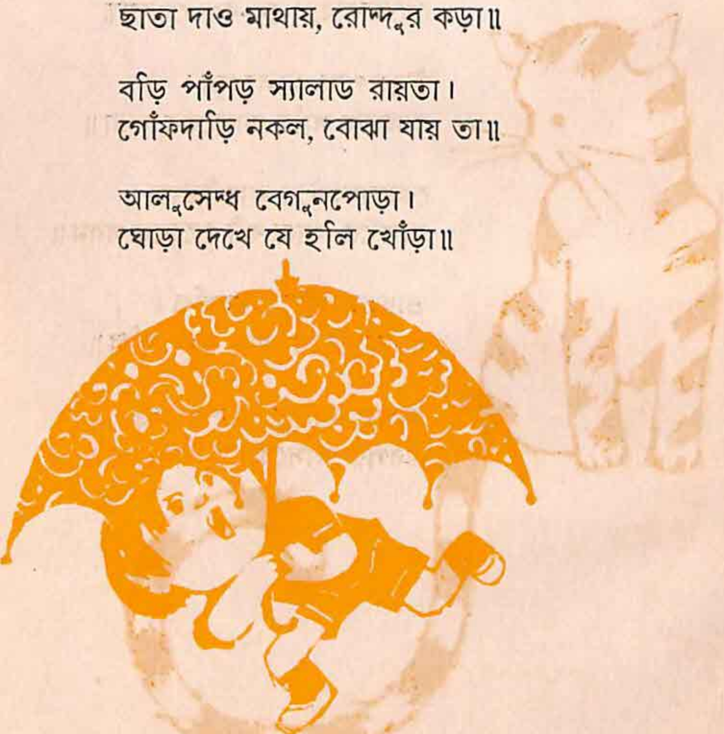
ভাত রুটি খিচুড়ি পোলাও।
তুম ইধার ড্যাডিকো বোলাও॥

কাসুন্দি ডাল পোস্তবাটা।
লাফিয়ে চলে ঘড়ির কাঁটা॥

সুক্তো নিমঝোল পল্‌তার বড়া।
ছাতা দাও মাথায়, রোদ্দুর কড়া॥

বড়ি পাঁপড় স্যালাড রায়তা।
গোঁফদাড়ি নকল, বোঝা যায় তা॥

আলুসেদ্ধ বেগুনপোড়া।
ঘোড়া দেখে যে হলি খোঁড়া॥





৭

ক্ষীর রাবড়ি পায়েস।
খাটুনির পর আয়েশ॥

দই সন্দেশ রসগোল্লা।
নমাজ পড়ান গাঁয়ের মোল্লা॥

দরবেশ বোঁদে শোন্‌পাঁপ্‌ড়ি।
দুই বন্ধুর একজন সাহেব, একজন কাফ্রি॥

পান্তুয়া ল্যাংচা লেডিকেনি।
দিদির পিঠে দুটি বেণী॥

কাঁচাগোল্লা কড়াপাক।
গাছের ডালে বোল্‌তার চাক॥

৮

গোলগপ্পা ভেলপুরি।
গপ্পগুলো সব গাঁজাখুরী॥

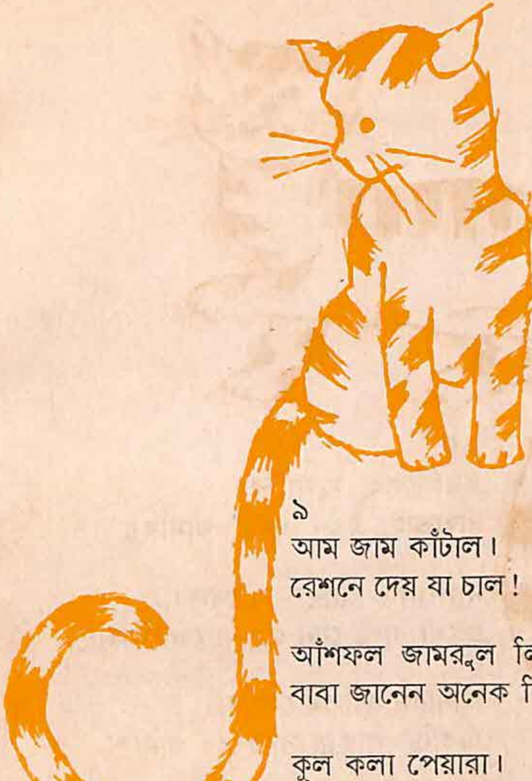
আলুকাবুলি ফুচকা।
নতুন জুতোয় ফোস্কা॥

গোলাপছড়ি বুড়ির-চুল।
দিদি খুঁজছে কানের দুল॥

ঘুগ্নি হজমি ট্যাঁপারি।
গাছে চড়তে? হ্যাঁ, পারি॥

টফি চিকলেট লজেঞ্চুস।
লাখ লাখ টাকা, লোকটা কী কঞ্জুস॥





৯

আম জাম কাঁটাল।
রেশনে দেয় যা চাল!

আঁশফল জামরুল লিচু।
বাবা জানেন অনেক কিছু॥

কুল কলা পেয়ারা।
পাল্‌কি বয় বেহারা॥

বেল কদ্‌বেল আতা নোনা।
খাই নি ক'দ্দিন কাটা পোনা॥

শাঁকালু তালশাঁস ফলসা।
পাড়ায় আজ বিরাট জলসা॥



১২

ঘর দালান বারান্দা।
বাস চালান হারানদা॥

কড়িবরগা ঘুলঘুলি।
বাগানে যাই চল্ ফুল তুলি॥

সিঁড়ি রেলিং আল্সে।
দাদুর চোখে চাল্শে॥

কুলুঙ্গি তাক মট্কা।
এই জায়গায় খট্কা॥

দরজা জানলা খড়খড়ি।
হেই গো দাদা, গড় করি॥

১৩
দাওয়া খিড়কি আঙিনা।
কাঁচের জিনিস ভাঙি না।

চাল খুঁটি পৈঁঠে।
বামুনের গলায় পৈতে॥

কপাট চৌকাঠ হুড়কো।
বই ছিঁড়লে হবে গোমূর্খ॥

মরাই খামার ঢেঁকিশাল।
বটগাছটা কী বিশাল॥

কাঠ খড় কেরাসিন।
ছবি আঁকি সারাদিন॥



১৪

থালা বাটি গামলা।
কুকুরটাকে সাম্‌লা॥

হাতুড়ি কোদাল কাস্তে।
দাদু ঘুমোচ্ছেন, আস্তে॥

ছুরি কাঁটা চাম্‌চে।
বেড়াল দিল খাম্‌চে॥

চিরুনি কাঁচি নরুন।
চোর পালাচ্ছে, ধরুন॥

বই কাগজ ম্যাগাজিন।
ঢের হয়েছে, ক্ষ্যামা দিন॥





১৫

খুন্তি হাতা চিম্‌টে।
তোমাকে পারি নি চিনতে॥

হামানদিস্তা শিলনোড়া।
এঁকেছি আমি নীল ঘোড়া॥

কড়াই চাটু ডেক্‌চি হাঁড়ি।
হাফ-বদ্যি দাদা আমার দেখছে নাড়ি

কুঁজো কল্‌সী ঘড়া।
মাদুরের ওপর গড়া॥

কেট্‌লি ছাঁক্‌নি কাপ ডিশ।
তুই হলে ভয়ে কাঁপতিস॥



১৬
তক্তাপোষ খাট পালঙ্ক।
অঙ্কে আমার নেই আতঙ্ক॥

সোফা কৌচ ডিভান।
সর্দারজীর কোমরে কৃপাণ॥

চৌকি টুল মোড়া।
মাপ করো, বাপু, হাত জোড়া॥

কুলুঙ্গি তাক আলমারি।
কু-ঝিকঝিক মালগাড়ি॥

গাল্‌চে জাজিম পাপোশ।
এসব ছৌ নাচের মুখোশ॥

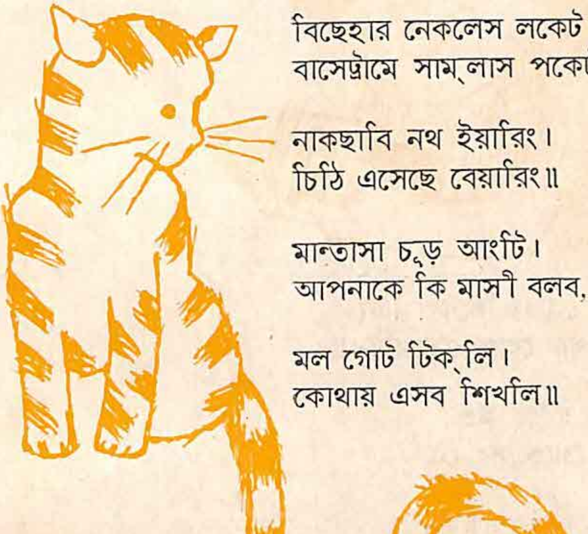
১৭
চুড়ি শাঁখা বালা তাগা।
কুকুরগুলো সব বাঘা বাঘা॥

বিছেহার নেকলেস লকেট।
বাসেট্রামে সাম্‌লাস পকেট॥

নাকছাবি নথ ইয়ারিং।
চিঠি এসেছে বেয়ারিং॥

মান্তাসা চূড় আংটি।
আপনাকে কি মাসী বলব, না আণ্টি॥

মল গোট টিক্‌লি।
কোথায় এসব শিখলি॥





১৮

তামা লোহা নিকেল টিন।
দাদু খান রোজ ওভালটিন॥

সোনা হীরে অভ্র।
ভরে গেছে সব রো॥

গন্ধক দস্তা সীসে।
চোখ যায় ধানের শীষে॥

ইউরেনিয়াম জিপসাম।
লেখক বটে শিব্রাম॥

পেট্রোল কয়লা ম্যাঙ্গানিজ।
একটু সরে বসবেন, প্লিজ॥

১৯
বাল্ব্ সুইচ প্লাগ।
মাটিতে চাকার দাগ॥

রেডিও ফ্যান ইস্তিরি।
খুঁজে পাচ্ছি না মিস্তিরি॥

ফোন্ ফ্রীজ টি-ভি।
দিদি সেজেছে পটের বিবি॥

টাইপরাইটার ক্যামেরা।
উকিলবাবু করেন জেরা॥

ক্যালকুলেটার দূরবীন।
তেতেছে সারাদুপুর টিন॥



২০

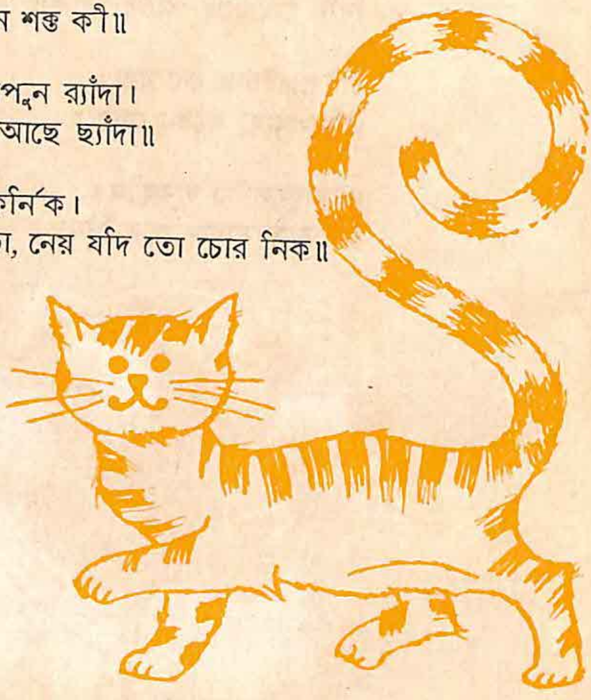
নাট বল্টু ইস্ক্রুপ।
কারা দিচ্ছে শিস্, চুপ॥

হাপর নেহাই উকো।
হব না আর ও-মুখো॥

চরকা লাটাই ঠকঠকি।
কাজটা এমন শক্ত কী॥

বাটালি তুরপুন র‍্যাঁদা।
কল্‌সিতে আছে ছ্যাঁদা॥

ওলনদাড়ি কর্নিক।
চটিটা ছেঁড়া, নেয় যদি তো চোর নিক॥





২১

হকি ক্রিকেট ফুটবল।
উঠোনে আমার ডুবজল॥

ভলি বাস্কেট রাগবী।
ষাঁড় দেখলেই ভাগ্‌বি॥

ব্যাডমিণ্টন টেনিস।
এই তো লেখা, ফুস্‌মন্তর, ভ্যানিশ॥

গোল্লাছুট ডাণ্ডাগুলি।
এখানে প'ড়ে কার আধুলি॥

লাট্টু মার্বেল হাডুডু।
গুডমর্নিং, হা ডু ডু॥



২২
ভেলা ডিঙি সাম্পান।
কোথায় এত নাম পান?

জাহাজ স্টিমার হাউসবোট।
দাদার গায়ে ঢাউস কোট।

নৌকো পাল্কি ঘোড়ার-গাড়ি।
মোড়ের কাছে পুলিশফাঁড়ি॥

রিক্সা সাইকেল বাস ট্রাম।
আগে এদিকে প্রায়ই আসতাম॥

স্কুটার ট্রেন এরোপ্লেন।
নাম ধ'রে আমায় কে ডাকলেন॥

২৩

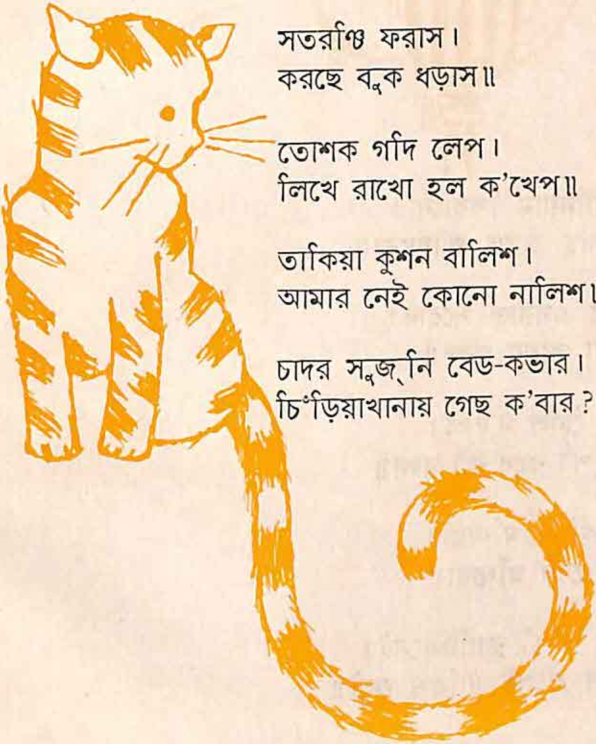
মাদুর শক্ত শীতলপাটি।
দেখে এলাম কাল বিমানঘাঁটি॥

সতরঞ্চি ফরাস।
করছে বুক ধড়াস॥

তোশক গদি লেপ।
লিখে রাখো হল ক'খেপ॥

তাকিয়া কুশন বালিশ।
আমার নেই কোনো নালিশ॥

চাদর সুজনি বেড-কভার।
চিঁড়িয়াখানায় গেছ ক'বার ?





২৪

হারমোনিয়াম পিয়ানো।
সিঙিমাছ আছে জীয়ানো॥

সেতার এসরাজ সরোদ।
দিদিমা পরেন গরদ॥

তবলা ঢোল মৃদঙ্গ।
বহুরূপী করে কী রঙ্গ॥

ঘণ্টা কাঁসর মন্দিরা।
বক্তৃতা দেন মন্ত্রিরা॥

শানাই বাঁশী ক্ল্যারিওনেট।
বিকেল হলেই টাঁঙও নেট॥

২৫

মাউথঅর্গান অ্যাকর্ডিয়ান।
বাবুজীর জন্যে মাখন-ঘি আন॥

বেহালা ব্যাঞ্জো গিটার।
মিত্র কবে হলেন মিটার॥

ঢাক মাদল ডুগডুগি।
ম্যালেরিয়ায় আমি সেবার খুব ভুগি॥

গুপীযন্ত্র তানপুরা।
বেহালায় থাকে শান্তুরা॥

জলতরঙ্গ সারেঙ্গী।
কান নাড়াতে পারেন কি?



২৬

আলুপটল বেগুনঝিঙে
জ্যাঠামশাই যান মিটিঙে॥

লাউকুমড়ো মোচা থোড়।
নাকটা কেন বোঁচা তোর॥

বীট গাজর শশা।
কামড়াচ্ছে মশা॥

ফুলকপি বাঁধাকপি ওলকপি।
স্টুডিওতে গিয়ে তোল্ ছবি॥

মুলো শালগম উচ্ছে ঢ্যাঁড়স।
সাবধানে, ভাই, সাঁকো পার হোস॥





২৭

বেলুন জলছবি স্টিকার।
হয়েছে ভুল করছি স্বীকার॥

দোয়াত কলম পেন্‌সিল।
মুশকিলে ফেলে টন্‌সিল॥

খাতা কাগজ বই।
অটোগ্রাফে বলো তো এটা কার সই?

আমসত্ত্ব চুইংগাম।
আমি বলছি, তুই থাম॥

ঝালমুড়ি চানাচুর।
এখান থেকে থানা দূর॥



২৮

প্যাণ্ট পাজামা ধ্বতি লব্ধিগ।
জানলার ডান পাশে কুলব্ধিগ॥

গেঞ্জি নিমা ফতুয়া।
ট্যাঁকে পানের বট্বয়া॥

শার্ট কুর্তা পান্‌জাবি।
সিন্দব্বকে মা দেবেন চাবি॥

শায়া শাড়ি শালোয়ার।
জল এনেছি পা ধোয়ার॥

ব্লাউজ শেমিজ ওড়না।
কাক ডাকছে, এখন তাহলে ভোর না?

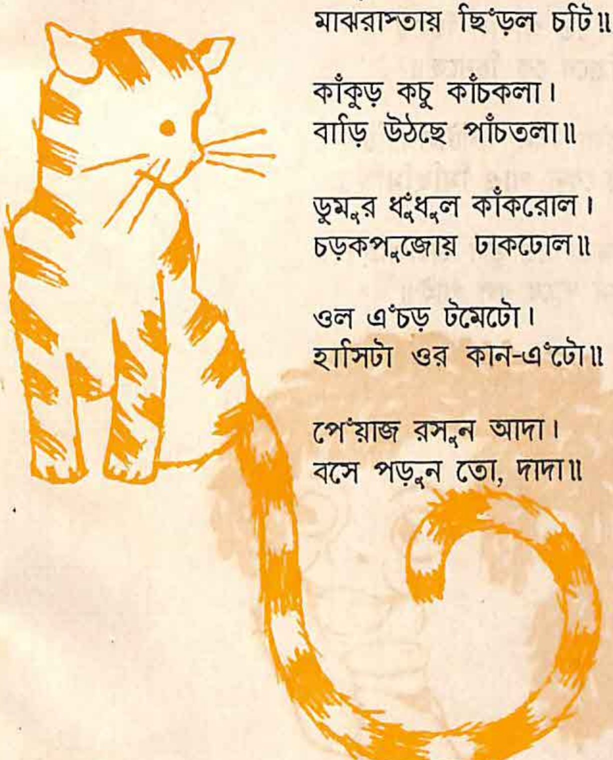
২৯
সজ্‌নে শিম বরবটি।
মাঝরাস্তায় ছিঁড়ল চটি॥

কাঁকুড় কচু কাঁচকলা।
বাড়ি উঠছে পাঁচতলা॥

ডুমুর ধুঁধুল কাঁকরোল।
চড়কপুজোয় ঢাকঢোল॥

ওল এঁচড় টমেটো।
হাসিটা ওর কান-এঁটো॥

পেঁয়াজ রসুন আদা।
বসে পড়ুন তো, দাদা॥



৩০
পুঁই পালং নটে।
দাদু আছেন চটে॥

কুদ্‌রি স্কোয়াশ পাপরিকা।
মাথা তুলেছে আফ্রিকা॥

নাল্‌তে গাঁদাল হিঞ্চে।
রাত্তিরে কে চিনছে॥

করলা বিন্‌ কাঁটালবীচি।
ভয় কেন পাও মিছিমিছি॥

আমড়া তেঁতুল জলপাই।
গরম দুধে বল পাই॥





৩১

ধনে মৌরী কালোজিরে।
ঝাঁপির মধ্যে ওটা কী রে?

হলুদ লংকা গোলমরিচ।
মিথ্যে কেন গোল করিস॥

তিল রাঁধুনি সর্ষে।
হেই মারো টান জোর্‌সে॥

লবঙ্গ এলাচ দারুচিনি।
মাছ ধরবার চার কিনি॥

হিং জাফরান তেজপাতা।
ঐ কুকুরটার ল্যাজ কাটা॥

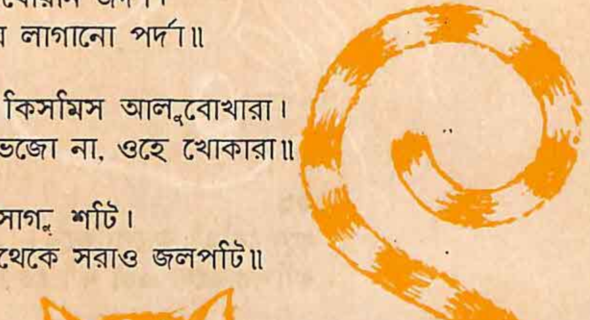
৩২
পান সুপুরি চুন খয়ের।
সাঁতার জানলে নৌকো চড়া নয় ভয়ের॥

যষ্টিমধু জায়ফল বচ।
কাঁটা বিঁধে করছে খচখচ॥

পোস্ত যোয়ান জর্দা।
জানলায় লাগানো পর্দা॥

পেস্তা কিসমিস আলুবোখারা।
জলে ভিজো না, ওহে খোকারা॥

বার্লি সাগু শটি।
কপাল থেকে সরাও জলপটি॥





৩৩

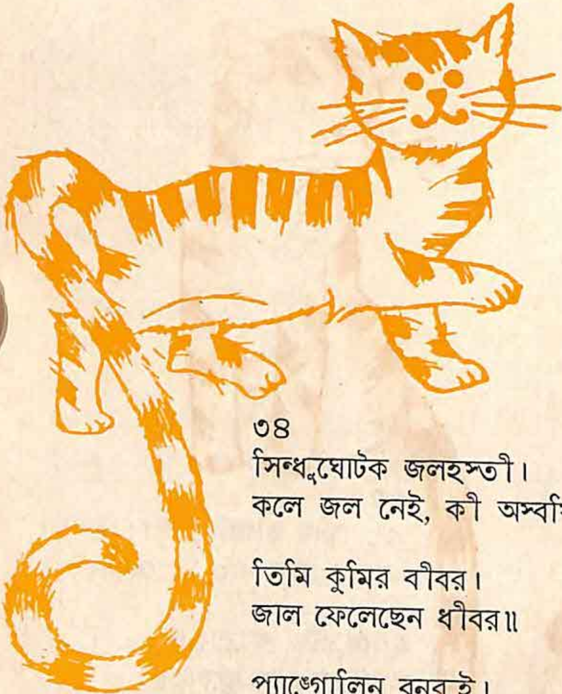
গরু মোষ ছাগল ভেড়া।
বাগানে কেন দাও নি বেড়া॥

হাঁসমুরগি শুয়োর।
কাছে যেও না কুয়োর॥

বাঁদর বেবুন হনুমান।
আমার এটা অনুমান॥

চমরী গয়াল নীলগাই।
অসুখ হলে পিল খাই॥

বল্গাহরিণ খচ্চর গাধা।
ওপাশে একটু সরুন তো, দাদা॥



৩৪
সিন্ধুঘোটক জলহস্তী।
কলে জল নেই, কী অস্বস্তি॥

তিমি কুমির বীবর।
জাল ফেলেছেন ধীবর॥

প্যাঙ্গোলিন বনরুই।
পা ডুবিয়ে ধান রুই॥

ক্যাঙারু উটপাখি শিম্পাঞ্জী।
গেট্‌টা খুলুন, দরোয়ানজী॥

গণ্ডার সিংহ জাগুয়ার।
খাব না, মাগো, সাগু আর॥

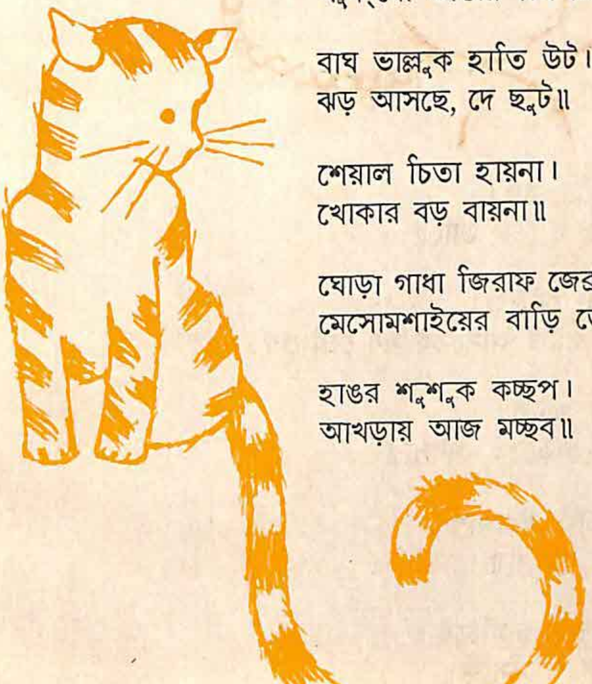
৩৫
গরিলা উল্লুক ওরাং-ওটাং।
শুক্‌নো ডাঙায় চিৎপটাং॥

বাঘ ভাল্লুক হাতি উট।
ঝড় আসছে, দে ছুট॥

শেয়াল চিতা হায়না।
খোকার বড় বায়না॥

ঘোড়া গাধা জিরাফ জেব্রা।
মেসোমশাইয়ের বাড়ি ডেবরা॥

হাঙর শুশুক কচ্ছপ।
আখড়ায় আজ মচ্ছব॥





৩৬

ছুঁচো ইঁদুর ব্যাং।
বাদ্যি বাজে ড্যাডাং ড্যাং॥

কাঠবেড়ালি ভোঁদড়।
পুলিশের গাড়ি আসতেই সব ভোঁ দৌড়॥

ভাম বেজি খটাশ।
হাত থেকে পড়তেই ফটাস্॥

কুকুর বেড়াল খরগোশ।
গলাটা বড় কর্কশ॥

শজারু বাদুড় চামচিকে।
পান্ডা নিল পাঁচসিকে॥

৩৭

মশা মাছি ডাঁশ।
আর দেবেন না, ব্যস॥

মৌমাছি ঝিঁঝি ভোমরা।
মুখ কেন ওর গোম্‌রা॥

ছারপোকা আরশোলা পিঁপড়ে।
জামাইবাবুর কী টিপ রে॥

উকুন জোঁক এঁটুলি।
বাস যাবে কেঁদুলি॥

তেঁতুলেবিছে কাঁকড়াবিছে।
ঝরা শিউলি গাছের নিচে॥



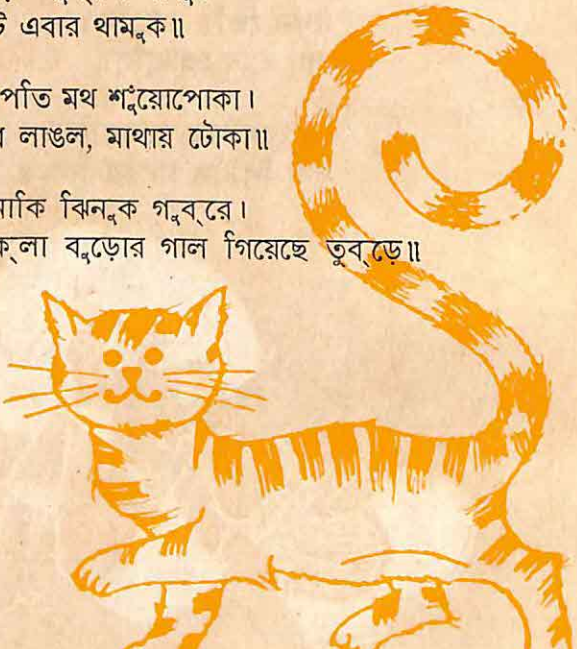
৩৮
গঙ্গাফড়িং উচ্চিংড়ে।
গা মুছবে গামছা নিংড়ে॥

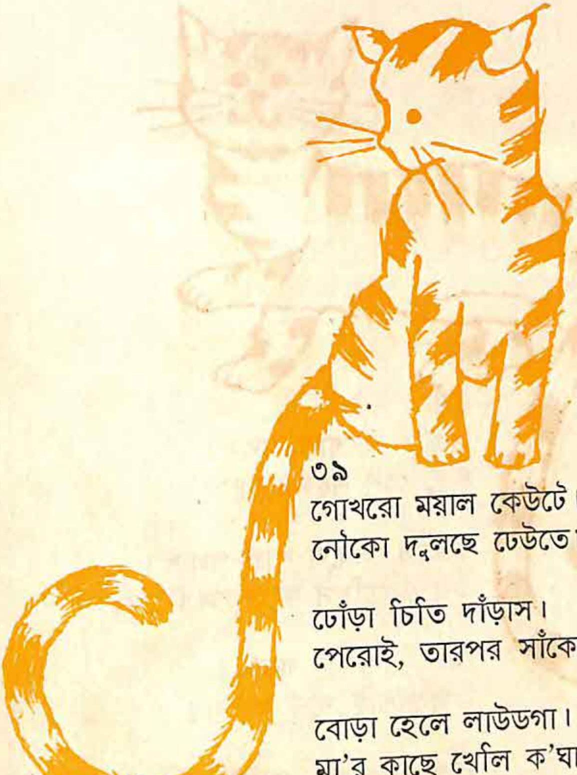
কেঁচো কেন্নো উঁই।
দাদা ছেড়েছে হাউই॥

কাঁকড়া গুগ্‌লি শামুক।
বৃষ্টি এবার থামুক॥

প্রজাপতি মথ শুঁয়োপোকা।
কাঁধে লাঙল, মাথায় টোকা॥

জোনাকি ঝিনুক গুব্‌রে।
ফোক্‌লা বুড়োর গাল গিয়েছে তুব্‌ড়ে॥





৩৯

গোখরো ময়াল কেউটে।
নৌকো দুলছে ঢেউতে॥

ঢোঁড়া চিতি দাঁড়াস।
পেরোই, তারপর সাঁকো নাড়াস॥

বোড়া হেলে লাউডগা।
মা'র কাছে খেলি ক'ঘা॥

পুঁয়ে মেটেলি শঙ্খচূড়।
ঘণ্ট রেঁধেছি মানকচুর॥

টিকটিকি বহুরূপী তক্ষক।
রোদ্দুরে শিশির করছে ঝকমক॥



৪০

অর্জুন অশোক অশত্থ।
দাদু বেশ শক্তসমর্থ॥

কাপাস শিমুল শাল পলাশ।
জল খেয়েছিস ক' গ্লাস॥

মেহগনি টিক্‌ গর্জন।
পিসেমশাই খুব সজ্জন॥

সুন্দরী সেগুন পাইন।
পুলিশ ধরবে ভাঙলে আইন॥

মহুয়া হিজল গজার।
ছবিটা খুব মজার॥

৪১

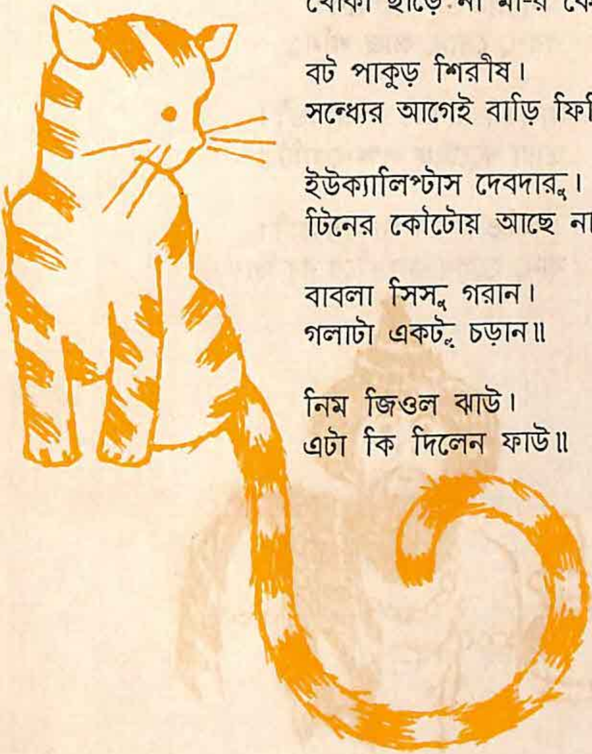
তাল খেজুর নারকোল।
খোকা ছাড়ে না মা-র কোল॥

বট পাকুড় শিরীষ।
সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরিস॥

ইউক্যালিপ্টাস দেবদারু।
টিনের কৌটোয় আছে নাড়ু॥

বাবলা সিসু গরান।
গলাটা একটু চড়ান॥

নিম জিওল ঝাউ।
এটা কি দিলেন ফাউ॥



৪২

সন্ধ্যামালতী কুঞ্জলতা।
সাধুবাবার কম্বললোটা॥

ঝুমকোলতা রাংচিতা।
দণ্ডকবনে রাম-সীতা॥

অপরাজিতা নীলমণি।
পরশু সোম, আজ শনি॥

মালতী মাধবী লজ্জাবতী।
তারা ফুটেছে লক্ষ কোটি॥

আইভি রঙ্গন আকাশবল্লী।
মামু হলেন কাশ্মীরে বদ্লি॥





৪৩

গোলাপ বেলী যুঁই।
অবাক করলি তুই॥

চামেলী গন্ধরাজ গাঁদা।
এখন আবার কিসের চাঁদা?

জিনিয়া চাঁপা নয়নতারা।
ষাঁড়গুলো সব রাস্তায় ছাড়া॥

রজনীগন্ধা হাস্নাহানা।
সব কিছুতেই দাদার আছে টালবাহানা॥

কৃষ্ণকলি কনকচাঁপা।
বইটা, দেখ, কী সুন্দর ছাপা॥

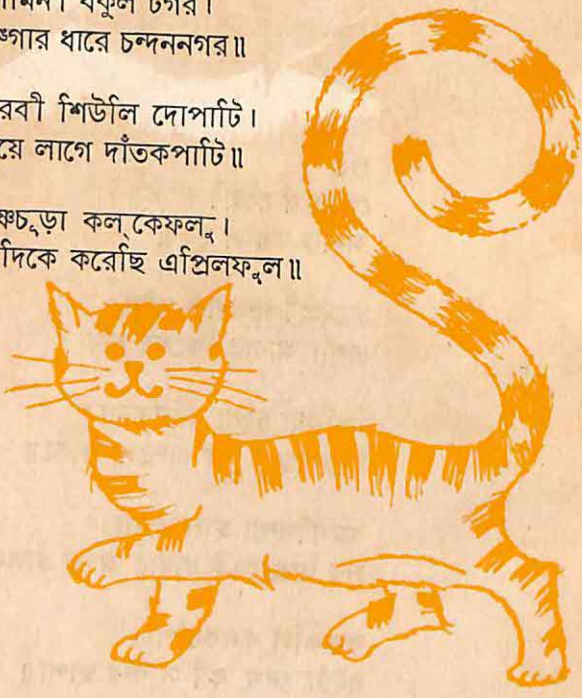
৪৪
সূর্যমুখী মোরগঝুঁটি।
ঝড়ে নড়ছে বাঁশের খুঁটি॥

চন্দ্রমল্লিকা কেয়া।
আকাশে ডাকছে দেয়া॥

কামিনী বকুল টগর।
গঙ্গার ধারে চন্দননগর॥

করবী শিউলি দোপাটি।
ভয়ে লাগে দাঁতকপাটি॥

কৃষ্ণচূড়া কলকেফুল।
দিদিকে করেছি এপ্রিলফুল॥





৪৫

কদম কাশফুল অতসী।
ঘাসের ওপর চল্ বসি॥

কর্ণিকার নাগকেশর।
বাঁক নিয়ে চলেছে তারকেশ্বর॥

হেনা কাঞ্চন সর্বজয়া।
গঙ্গার বুকে ভাসছে বয়া॥

পাতাবাহার গুলঞ্চ।
রেলিঙে কাপড় ঝুলন্ত॥

ঘেঁটু কুর্‌চি আকন্দ।
হরতাল আজ, সব বন্ধ॥



৪৬
শণ বেনা নলখাগড়া।
দাদার পায়ে লাল নাগরা॥

বেত হোগলা প্যাকাটি।
চুপ্‌সে গেছে চাকাটি॥

ময়নাকাঁটা ফণীমনসা।
ফুটপাথে ফেলো না কলার খোসা॥

কুকুরশোঁকা বিছুটি ভাঁটুই।
যা রোদ, ঘরের ভেতরে যা তুই॥

তুলো তামাক তুঁত।
লোকটা কী অদ্ভুত॥

৪৭

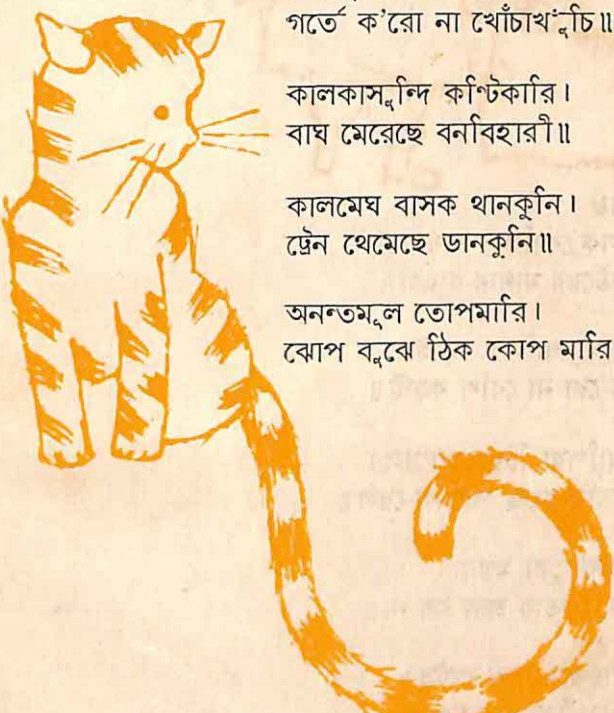
ঘৃতকুমারী ভৃঙ্গরাজ।
কাছে কোথাও পড়ল বাজ॥

চালমুগরা পাথরকুচি।
গর্তে ক'রো না খোঁচাখুঁচি॥

কালকাসুন্দি কণ্টকারি।
বাঘ মেরেছে বনবিহারী॥

কালমেঘ বাসক থানকুনি।
ট্রেন থেমেছে ডানকুনি॥

অনন্তমূল তোপমারি।
ঝোপ বুঝে ঠিক কোপ মারি॥







৪৮

কাক কোকিল পায়রা।
বউয়ের মাথায় টায়রা॥

ঘুঘু শালিক চড়াই।
ক'রো না বেশি বড়াই॥

পাপিয়া টিয়া দোয়েল।
তৈরি হচ্ছে পাতাল-রেল॥

কাকাতুয়া ময়না।
কচুপাতায় জল রয় না॥

মাছরাঙা বক বটের।
থলি কিনেছি চটের॥

৪৯
কাঠঠোকরা ছাতারে।
ভর্তি হব সাঁতারে॥

টুনটুনি চখা জলপিপি।
কোন্ বোতলের কোন্ ছিপি?

চাতক ডাহুক তিতির।
উত্তর নেই চিঠির॥

পানকৌড়ি খঞ্জন।
বরের বাবা কোন্‌জন?

গঙ্গাতিতই গগনভেরী।
ট্রেন ছাড়তে কত দেরি?



৫০

বউ-কথা-কও চোখ-গেল।
বেদেরা হাঁকছে—বাত ভালো॥

সাতসয়ালী বেনে-বউ।
ওস্তাদজী থাকেন লখ্‌নৌ॥

নীলকণ্ঠ ফুলচুষী।
পড়লে শুনলে মা খুব খুশী॥

বুলবুল বাবুই ফিঙে।
আঁচলের খুঁট চাবির রিঙে॥

বাজ ধনেশ মুনিয়া।
বদ্‌লে যায় দুনিয়া॥





৫৯

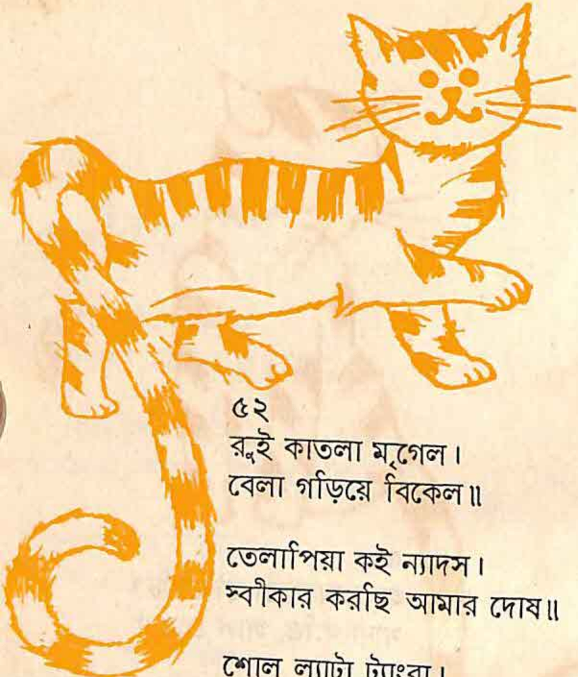
হুতোমপেঁচা তালচোঁচ।
সাদা দাড়ি, লাল মোচ॥

হাঁড়িচাঁচা শামুকখোর।
গ্রীষ্মে জল বুকভর॥

সারস ময়ূর মোহনচূড়া।
বনভোজনে যায় বন্ধুরা॥

হাঁস রাজহাঁস মুরগি।
বয়ামে আমচুর কি?

শকুন চিল হারগিলে।
ক'টা আছে এক বাণ্ডিলে॥



৫২

রুই কাতলা মৃগেল।
বেলা গড়িয়ে বিকেল॥

তেলাপিয়া কই ন্যাদস।
স্বীকার করছি আমার দোষ॥

শোল ল্যাটা ট্যাংরা।
একদল নাচে ভাঙরা॥

ফলুই চিতল আড় টাঁই।
উঠোনে পাতো চারপাই॥

শিঙ্গি মাগুর খল্‌সে।
রোদে গিয়েছি ঝল্‌সে॥

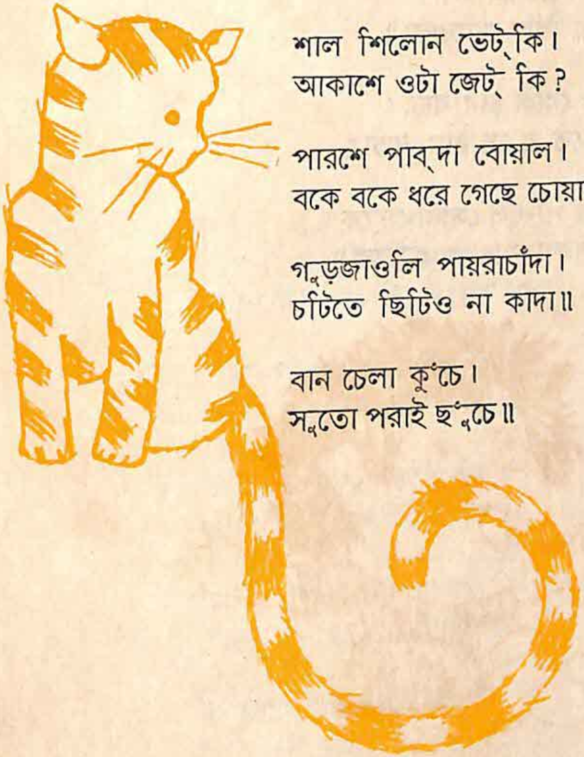
৫৩
খয়রা ইলিশ বাটা।
শীতে দেয় গায়ে কাঁটা॥

শাল শিলোন ভেট্কি।
আকাশে ওটা জেট্ কি?

পারশে পাব্দা বোয়াল।
বকে বকে ধরে গেছে চোয়াল॥

গুড়জাওলি পায়রাচাঁদা।
চটিতে ছিটিও না কাদা॥

বান চেলা কুঁচে।
সুতো পরাই ছুঁচে॥



৫৪
ভোলা মহাশোল কালবাউশ।
আমনের আগে ওঠে আউশ॥

খরশল্লা তপ্‌সে।
চুম্‌রে নিচ্ছে গোঁফ সে॥

সরলপুঁটি মৌরলা।
রাজার ছিল চৌদোলা॥

গুলে বেলে চ্যাং বাচা।
বেঁশুতে ব'সে ঠ্যাং নাচা॥

চিংড়ি পাঁকাল সোনাখড়্‌কে।
যা পিছল, যায় পা হড়্‌কে॥





৫৫

হুগলী ভাগীরথী গঙ্গা।
ট্রেন থেকে দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা॥

ইচ্ছামতী মাথাভাঙা জলঙ্গী।
খাগের কলমের এখনও আছে চলন কি॥

জলঢাকা তিস্তা রংগিত।
জাঁকিয়ে পড়ুক বরং শীত॥

রাংনু টাংগন তোর্সা।
আজ বোধ হচ্ছে অমাবস্যা॥

মহানন্দা করতোয়া আত্রাই।
খুব ব্যথা পেলে তবে কাতরাই॥

৫৬

দামোদর অজয় কংসাবতী।
দাদুর পায়ে নক্সা-চটি॥

দ্বারকেশ্বর ময়ূরাক্ষী।
দাদা মেরেছে, আমি সাক্ষী॥

শিলাই কোপাই রূপনারায়ণ।
ঠাকুমার মুখে শুনি রামায়ণ॥

বাঁকা কালিঘাই হল্দি।
তৈরি হও জল্দি॥

বিদ্যাধরী মাত্লা।
দুধ বড় পাতলা॥





৫৭

মালদা বালুরঘাট বর্ধমান।
বয়সে আমি ওর সমান॥

কেষ্টনগর মেদ্‌নীপুর।
ঐ দোকানটা রং-রিপুর॥

বহরমপুর পুরুলিয়া।
নজরুলের বাড়ি চুরুলিয়া॥

বাঁকুড়া সিউড়ি চুঁচ্‌ড়ো।
হবে একটাকার খুচরো?

দার্জিলিং কুচবিহার জলপাইগুড়ি।
রথে এবার চল্ যাই পুরী॥



৫৮

দিল্লী বোম্বাই কলকাতা।
বৃষ্টি পড়ছে, খোল্ ছাতা॥

মাদ্রাজ কানপুর পুণা।
লালনীল আলোয় নাচছে কে ও? পাপু না?

লখ্নৌ পাটনা পাঞ্জিম।
সিংজী দু'বেলাই খান ডিম॥

আমেদাবাদ ত্রিবান্দ্রম।
তোতা রেঁধেছে আলুর দম॥

শিলং গৌহাটি কোহিমা ইম্ফল।
ভুল ক'রে পুপে খেয়েছে নিমফল॥

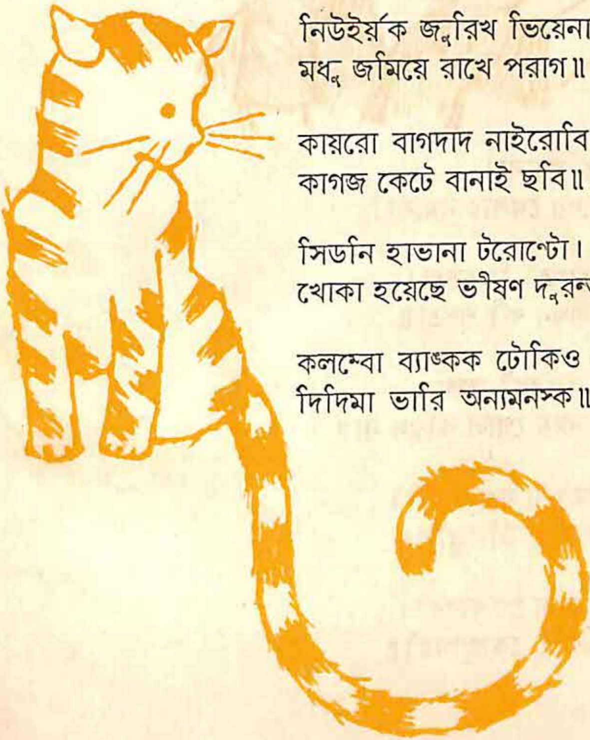
৫৯
লণ্ডন রোম বার্লিন প্যারিস।
খালি গলায় গাইতে পারিস?

নিউইয়র্ক জুরিখ ভিয়েনা প্রাগ।
মধু জমিয়ে রাখে পরাগ॥

কায়রো বাগদাদ নাইরোবি।
কাগজ কেটে বানাই ছবি॥

সিডনি হাভানা টরোণ্টো।
খোকা হয়েছে ভীষণ দুরন্ত॥

কলম্বো ব্যাঙকক টোকিও মস্কো।
দিদিমা ভারি অন্যমনস্ক॥





৬০

ব্রহ্মপুত্র যমুনা।
এই ওদের খেলার নমুনা?

শোণ তাপ্তী বিতস্তা।
আলু এখন কী শস্তা॥

সিন্ধু কাবেরী কৃষ্ণা।
পড়ার সময় গোল করিস না॥

পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলী।
জামা ছিঁড়ে উলিডুলি॥

নর্মদা রেবা গোদাবরী।
আজ কিন্তু কোজাগরী॥

৬১

মিসিসিপি অ্যামাজন।
মেসো উনি, মামা নন॥

ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস।
যা দেবেন তাই নিস॥

হোয়াংহো ইয়াংসি।
মুখ শুকিয়ে আম্‌সি॥

ভল্গা দানিয়ুব টেম্‌স্‌ রাইন।
বন্যায় ডুবেছে রেলের লাইন॥

ইরাবতী নীল মেকং।
টেলিফোনে কথা কে ক'ন?



৬২

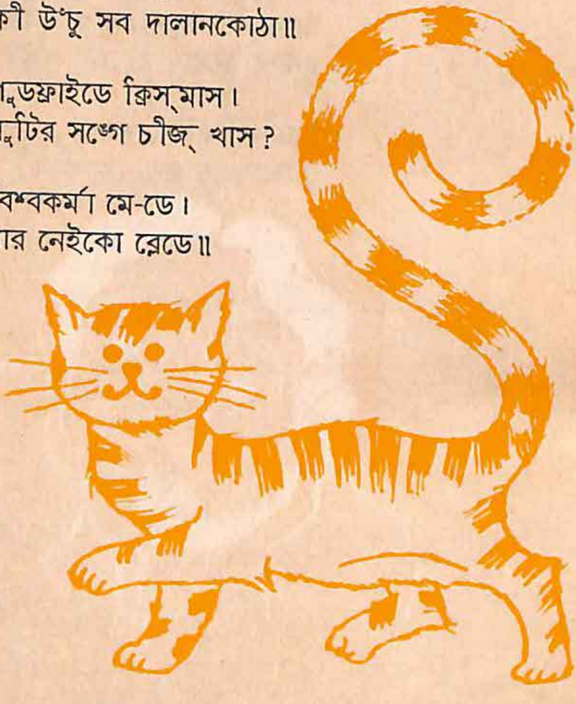
দুর্গাপুজো দেওয়ালি।
রাত্রে হবে কাওয়ালি॥

মহরম মিলাদ ঈদ।
হব আমি জ্যোতির্বিদ্॥

দোল চড়ক ভাইফোঁটা।
কী উঁচু সব দালানকোঠা॥

গুডফ্রাইডে ক্রিস্‌মাস।
রুটির সঙ্গে চীজ্ খাস?

বিশ্বকর্মা মে-ডে।
ধার নেইকো ব্লেডে॥





৬৩

মন্দির মসজিদ গির্জা।
হাত পা ধুস্‌নি, শিগ্‌গির যা॥

সিনাগগ গুরুদ্বার প্যাগোডা।
হাত দুটো সরু, পা গোদা॥

ভিক্ষু ফকির সাধুসন্ত।
শীত গেলে আসবে বসন্ত॥

পাদ্রী পুরুত মোল্লা।
পেয়েছি একেবারে গোল্লা॥

গীতা কোরান বাইবেল।
চালাতে পারি সাইকেল॥

৬৪

যাত্রা পাঁচালি কথকতা।
হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা॥

কীর্তন ঝুমুর বাউল।
বুনছেন ব'সে মা উল॥

সারি জারী ভাটিয়ালী।
ডাকো, যাচ্ছে ঘুঁটেওয়ালী॥

টুসু গম্ভীরা বোলান।
গরুর গাড়ি হল ওলান॥

গাজীর পট তরজা।
বন্ধ করো দরজা॥





জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯। বাল্য কেটেছে বাংলাদেশে। রাজশাহীর নওগাঁয়। ১৯৩০ সালে কলকাতায় চলে আসেন। ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে ভর্তি হন। বি. এ. পাশ করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে ১৯৪০ সালে—'পদাতিক'। ১৯৬৪ সালের অ্যাকাডেমি পুরস্কার—'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থে। ১৯৭৭ সালে 'লোটাস' পুরস্কার পেয়েছেন অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের। বর্তমানে এই সংস্থার ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল।

কখনো চাকরি করেন নি। রাজনীতি করার জন্য জেল খেটেছেন (১৯৪৮—৫০)। ছোটদের জন্য অনেকগুলি বই লিখেছেন। 'ভ্রমণ কাহিনী' জাতীয়। ছড়ার বই এই প্রথম বেরুল।

উপন্যাস লিখেছেন দুটি। প্রথম, 'হাংরাস', ১৯৭২ সালে প্রকাশিত। শখ : মাছ ধরা। খেলাধুলা ভালবাসেন।